# সংবাদ পরিক্রমা
# ফেব্রুয়ারি

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

## চট্টগ্রামে ‘জাতির পিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র দীর্ঘ প্রতিকৃতি প্রদর্শনী

শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’-কে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌছে দিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ৪৩ ফুট দীর্ঘ প্রতিকৃতি’র দেশব্যাপী প্রদর্শনী আয়োজন করা হচ্ছে।

এবারে ৯-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বৃহত্তর শিল্পনগরী চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৪ জানুয়ারি থেকে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ৭দিনের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিকাল 5টায় চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মো: ইলিয়াস হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পসমালোচক ও গবেষক আবুল মনসুর, বাংলাদেশ চারুশিল্প সংসদের সাধারণ সম্পাদক শিল্পী কামাল পাশা চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইন্সটিটিউটের সাবেক পরিচালক সায়লা শারমিন, চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার মোসলেম উদ্দিন লিটন এবং সাধারণ সম্পাদক।

প্রদর্শনী চলবে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

# জঙ্গি-অবক্ষয়-দুর্নীতি, মানবে না এ সংস্কৃতি’ শ্লোগানে জাতীয় নাট্যোৎসবের উদ্বোধন

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৬৪ জেলায় ‘জাতীয় নাট্যোৎসব ২০২০’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন (বুধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।-পিআইডি**

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান আয়োজিত “জঙ্গি-অবক্ষয়-দূর্নীতি মানবে না এ সংস্কৃতি” শীর্ষক ‘জাতীয় নাট্যোৎসব ২০২০’ এর শুভ উদ্বোধন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১২ ফেব্রুয়ারি বুধবার সকাল ১১:৩০টায় ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট হতে উপস্থাপিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এসময় গণভবনে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের চেয়াম্যান লিয়াকত আলী লাকী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ও সচিব ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে একাডেমির আয়োজনে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ‘এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের..’ গানটির সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন অনিক বোস-এর নৃত্যদল এবং ৭ মার্চের ভাষণের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে একাডেমির নৃত্য শিল্পীবৃন্দ।

এছাড়াও ৬৪টি জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ, সংস্কৃতি ও নাট্যকর্মীদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হয়।

“জঙ্গি-অবক্ষয়-দূর্নীতি মানবে না এ সংস্কৃতি” শ্লোগানকে ধারণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি’র সহযোগিতায় ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানভুক্ত চার শতাধিক নাট্য সংগঠনের অংশগ্রহণে ৬৪ জেলায় একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে “জাতীয় নাট্যোৎসব ২০২০”। সারাদেশে চারশতাধিক নাট্যদলের ত্রিশ হাজারেরও বেশি নাট্যকর্মী এই উৎসবের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। ১২-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত উৎসবে ৩০২টি নাটক প্রদর্শিত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে পথনাটক পরিবেশিত হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নাট্যকর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী মঞ্চনাটকের উপর থেকে প্রমোদ কর বাতিল করেন ১৯৭৪ সনে। তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই নাটকের উপর থেকে দীর্ঘদিনের কালাকানুন সেন্সর প্রথা বাতিল করেন। বর্তমান সাংস্কৃতিবান্ধব সরকার নাট্যকর্মীদের সকল দাবীর প্রতি আন্তরিক। ইতোমধ্যে নাট্য সংগঠনগুলির জন্য বাৎসরিক এককালীন বরাদ্দ, নাট্য উৎসব সহ সকল প্রকার নাট্য এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে সহযোগিতা করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। নাট্যকর্মীদের প্রাণের দাবী নাট্যশিল্পী ও নাট্য সংগঠনকে পেশাভিত্তিক নাট্যচর্চায় সহায়তা প্রদানের বিষয়েও অবগত আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমরা বিশ্বাস করি, এই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক এবং আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সরকার সাংস্কৃতিক কর্মকা-কে বিশ^মানের ও সময় উপযোগী করে তোলার প্রয়াসে সারাদেশে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এটি প্রান্তিক মানুষের কাছে সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেয়ার এক মহান প্রয়াস বলে আমরা বিশ্বাস করেন আয়োজকেরা।

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সুকীর্তি হল বাংলাদেশের নাটক। সারাদেশের নাট্যচর্চার সাথে যুক্ত মঞ্চনাট্য শিল্পীদের চেতনায় বিরাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও শিল্পীদের মানবতা। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সাথে সম্পৃক্ত সবাই প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। মানবিক সংস্কৃতির বিকাশ ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের অভিপ্রায় নিয়ে সারাদেশে নাটকের সংগঠনগুলোকে একই পতাকা তলে নিয়ে আসা এবং ধারাবাহিক নাট্যচর্চার ভেতর দিয়ে মানুষের প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছেন সেক্রেটারি জেনারেল কামাল বায়জিদ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দর্শনীর বিনিময়ে বাংলাদেশে নাট্যচর্চার যে নতুন দিগন্তের সূচনা হয় তারই ধারাবাহিকতায় নাট্যচর্চা আজ সুসংহত এবং বেগবান। নাটকের প্রসার এবং নাট্যভূমিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোই হল বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের মূল উদ্দেশ্য। নাট্যকলা আজ পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে নাট্যকলা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কিছু বিকাশমান নাট্য আন্দোলনেরই ফসল।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা বেঁচে থাকবে সংগ্রামী নাট্যকর্মীদের পদচারণায়। প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে শাণিত হবে ইস্পাত ফলার মত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সুবিধাবাদের মোহ কখনো আচ্ছন্ন করতে পারবে না সেসব মৃত্যুঞ্জয়ী নাট্যকর্মীদের। তাদের পল্লবিত পদযাত্রায় মুখরিত হবে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা। তৈরি হবে নতুন নাট্য সড়ক। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলা নাট্যের যে ধারা শুরু হয়েছিল বিষয় বৈচিত্র্যে, তা আজ হয়ে উঠেছে বেগবান ও ঋদ্ধ। বর্তমানে বাংলাদেশের নাটক দেশের গ-ি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও অর্জন করে চলেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

# বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাংলাদেশে সংস্কৃতিচর্চার একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সংস্কৃতির গৌরবময় বিকাশকে অব্যাহত রাখতে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ একাডেমির সকল বিভাগ ও শাখার কার্যক্রমের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বেলা ৩টায় জাতীয় চিত্রশালার ১নং গ্যালারীতে প্রদর্শনী শুরু হয়। বিকাল ৪টা থেকে ‘সংস্কৃতির পাঠশালা’ শিরোনামে একাডেমির সকল বিভাগের প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষনের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে বাঁশি, বেহালা, সেতার, সরোদ, স্টাফ নোটেশন ও পিয়ানো, কথ্যক নৃত্য, ভরতনাট্যম, গৌরিও ও ওড়িষী সহ ১৪টি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষনের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও একাডেমি প্রাঙ্গণে ‘শহীদদের প্রাঙ্গণে’ শিরোনামে শিল্পী সুজন মাহবুবের কৃৎকলা পরিবেশিত হয়।

বিকাল ৫.৩০টায় একাডেমির নন্দনমঞ্চে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। একাডেমির শিল্পীদের অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী এবং বাউল দলের পরিবেশনা ‘বেঁধেছে এমনই ঘর..’ গানটির মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।
আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অসিম কুমার উকিল এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এাকডেমির সচিব মো: বদরুল আনম ভূঁইয়া।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বে একাডেমির সংগীত শিল্পী রোকসানা আক্তার রুপসা, সূচিত্রা রানি সূত্রধর, হিমাদ্রী শেখর ও সোহানুর রহমান একক সংগীত পরিবেশন করেন। সবশেষে জনপ্রিয় ব্যান্ডদল স্পন্দন সংগীত পরিবেশন করেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষন ও প্রসারের মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতির প্রবাহ তৈরি করে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের অভিলক্ষ্যে কাজ করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ছয়টি বিভাগ নিয়ে গঠিত। বিভাগগুলো হলো- চারুকলা বিভাগ, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ, সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ, গবেষনা ও প্রকাশনা বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রযোজনা বিভাগ। ছয়টি বিভাগ পরিচালিত হয় ছয় জন পরিচালকের দায়িত্বে। একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ জনাব লিয়াকত আলী লাকী।

শিল্প সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে গুণী ও প্রতিভাবন শিল্পীদের সহায়তা ও স্বীকৃতি প্রদান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে অনুদান প্রদান, অতীত ঐতিহ্য ও সমকালীন সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং সঙ্গীত, নাট্য ও চারুকলা বিষয়ে আন্তর্জাতিক উৎসবাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এখানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে উৎসব, সম্মেলন, সেমিনার, নাট্যানুষ্ঠান ও কর্মশালা আয়োজন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্রকলা প্রদর্শনী, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান, বিদেশে সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশের শিল্প ও সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ এবং বিদেশী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো, দেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কৃত করা এবং শিল্প ও সংস্কৃতিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গ্রন্থ, সাময়িকী ও স্মরণিকা প্রকাশ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিশাল চত্বরে রয়েছে একটি অত্যাধুনিক জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রশালা, সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি ভবন এবং প্রশিক্ষণ ভবন। এখানকার মঞ্চে নিয়মিত নাট্যপ্রদর্শন, গ্যালারীতে চিত্রকর্ম প্রদর্শনসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশে এই একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

## শিশুদের বানানো শহীদ মিনারের আলোকচিত্র নিয়ে প্রদর্শনী ‘বাংলার আপন সৌধ’

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে শিশুদের বানানো শহীদ মিনার এর আলোকচিত্রের প্রদর্শনী ‘বাংলার আপন সৌধ’। শিল্পী খুরশিদ আলম আলোক-এর এই প্রদর্শনী জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিকাল ৪টায় শুরু হয়েছে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার।

একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী নাসিম আহমেদ নাদভী।

সারাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ১২৭টি আলোকচিত্র নিয়ে জাতীয় চিত্রশালার তিন নম্বর গ্যালারিতে ২০-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে বলে জানিয়েছেন শিল্পী খুরশিদ আলম আলোক।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

## মহান শহিদ দিবসে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 2020 উপলক্ষে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। 21 ফেব্রুয়ারি 2020 বিকাল 3টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অনুষ্ঠানের শুরুতে সকল শিল্পীরা শহিদদের স্মরনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর বিভিন্ন ভাষাভাষীলদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বাংলাদেশে অবস্থানরত বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিকাল 3টায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নন্দনমঞ্চে রাত ৮টায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় সমবেত সঙ্গীত, একক সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নেপাল, মালদীপ, স্পেন ও কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, চায়না, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, কোরিয়া, জাপান, ইরান কালচারাল সেন্টার, ইন্দিরাগান্ধী কালচারাল সেন্টার, কিরগিজস্তান, এবং শিল্পী ইয়াসমিন আলী এর পরিচালনায় ঢাকা সাংস্কৃতিক দলের শিল্পীবৃন্দ পরিবেশন করবে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার গান।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

## জাতীয় পিঠা উৎসব ১৪২৬

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত মে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিকাল ৫টায় জাতীয় পিঠা উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। এবার জাতীয় পিঠা উৎসব আয়োজনের ত্রয়োদশ বর্ষ। হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে নিজেদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং লোকায়ত শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার লক্ষেই ২০০৮ সাল থেকে কফি হাউসের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদ আয়োজন করছে জাতীয় পিঠা উৎসব।

একাদশ জাতীয় পিঠা উৎসব থেকে এ আয়োজনে সরাসরি যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রথম থেকেই জাতীয় পিঠা উৎসব আয়োজনে সবসময় পরোক্ষ সহযোগিতা প্রদান করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিগত চার বছর যাবত এই আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। এবার প্রথমবারের মতো জাতীয় পিঠা উৎসব ১৮ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২০, সিলেটে এবং ১৭ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাজশাহীতে আয়োজিত হয়েছে।

এবছর নতুনভাবে সিলেট ও রাজশাহীতে জাতীয় পিঠা উৎসব ১৪২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের উৎসবে প্রায় ৫০ টির মতো স্টলে দেশের বিভিন্ন অ লের পিঠাশিল্পীগণ প্রতিদিন বিকেল ৩ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত রকমারি পিঠার পসরা সাজিয়ে বসবেন শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। চল্লিশটির মতো জেলার নানান রকমের বৈচিত্রময় স্বাদের বাহারি পিঠা ভোজন রশিকদের রসনায় জোগাবে ব্যতিক্রমী আনন্দ। আশা করি এবারের উৎসবে প্রায় ২০০ রকমের পিঠা উপস্থাপন করবেন পিঠাশিল্পীগণ।

২৩ ফেব্রুয়ারি পাঁচটায় ত্রয়োদশ জাতীয় পিঠা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম সারথি আতাউর রহমান-উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব রামেন্দু মজুমদার-সাম্মানিক সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতি মিনু হক।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদের সভাপতি ম. হামিদ, স্বাগত বক্তব্য রাখবেন পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার শাহ্ আলম, জাতীয় পিঠা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লিয়াকত আলী লাকী, আহবায়ক- জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদ ১৪২৬ এবং মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মোঃ বদরুল আনম ভুঁইয়া, সচিব - বাংলাদেশ শিল্পকলা এরকাডেমি।

জাতীয় পিঠা উৎসব আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ কোম্পানী লিমিটেড।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

## দুইদিনব্যাপী ভাওয়াইয়া উৎসব ২০২০ এর উদ্বোধন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি কুড়িগ্রাম এর সহযোগিতায় ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ কুড়িগ্রামে আয়োজন করা হয়েছে দুই দিনব্যাপী ভাওয়াইয়া উৎসব ২০২০।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ কুড়িগ্রামে সকাল ১০টায় দুইদিনব্যাপী ভাওয়াইয়া উৎসব ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব জনাব মো: বদরুল আনম ভূঁইয়া এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব মোছা: সুলতানা পারভীন, কুড়িগ্রামের পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খান বিপিএম এবং কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো:

জাফর আলী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক জনাব সোহরাব উদ্দীন মন্ডল।

উদ্বোধনী আলোচনা শেষে বিকাল ৪টায় সাংস্কৃতিক পর্বে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী ডালিম কুমার-ও ভাই শোনরে মুসলমান, দুলাল বসাক-ওকি হায়রে হায়, রত্না-ও মোর কালারে, রহিম- ওরে ভাবের ছলে, উর্মি-জয় বাংলা জয় বাংলা, ঝিমি-কালিছাত পারিছু, পঞ্চানন-ও কি গাড়িয়াল ভাই, সাজু-শুনতার যদি চানগো বন্ধু, ভবতরণ বর্মণ-ও প্রাণের চিলমারী, শিবলী সাদিক আতিক-কি দিয়া বান্ধিয়া রাখবোরে, নাজমুল হুদা-ফান্দে পড়িয়া বগা, মদন মোহন রায়-বন্ধু কাজ ভ্রমরারে, জাহাঙ্গীর হোসেন জিহাদ-ও কি নাইওর যাও, পুতুল রায়-ওরে ছারিলু মুই, সীমান্ত-ও মোর সোনার কন্যারে, নিশি- যে জন প্রেমের ভাব জানেনা,জাকির-বাবা কেরামত আলী, ভূপতি ভূষন বর্ষা-আশা রাখে ডুবু ডুবু, দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী মিলন ও পারুল, এছাড়াও একক সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী জীবন পাল, দয়া,, সজিব, রাজ কুমার বর্মণ ও রহিমা কলিতা বেগম। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে বাউল দল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা-তোরষা নদীর উথাল পাথাল এবং চলেরে মোর গুরুর গাড়ীরে, জেলা শিল্পকলা একাডেমি কুড়িগ্রাম-ও সোনা বন্ধু ধন, সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি রংপুরের নৃত্যশিল্পীবৃন্দ-রঙ্গে রসে ভরপুর, ও মুই না শোনং এবং বাওকুমটা বাতাসে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ কুড়িগ্রামে সকাল ১০টায় ভাওয়াইয়া উৎসব এর উৎসবের দ্বিতীয় দিন আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: জাকির হোসেন। কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব মোছা: সুলতানা পারভীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কুড়িগ্রাম২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আজহাজ্ব মো: পনির উদ্দিন আহমেদ, কুড়িগ্রামের পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খান বিপিএম এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব আমান উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু।

আলোচনা শেষে বিকাল ৪টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ ভাওয়াইয়া গানের আসর।